বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র (Constitution)

সূচীপত্র

ক্রমিক		বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ধারা - ১	নামকরন	১
২।	ধারা - ২	প্রধান কার্যালয়	১
৩।	ধারা - ৩	পতাকা ও প্রতিক	১
৪।	ধারা - ৪	কার্যক্রম এলাকা	১
৫।	ধারা - ৫	উদ্দেশ্য	১-২
৬।	ধারা - ৬	এফিলিয়েশন	২-৩
৭।	ধারা - ৭	এফিলিয়েশন নীতিমালা	৩
৮।	ধারা - ৮	বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন সংগঠন	৩-৪
৯।	ধারা - ৯	উপদেষ্টা পরিষদ	৪
১০।	ধারা - ১০	কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন	৪-৫
১১।	ধারা - ১১	নির্বাচন	৫
১২।	ধারা - ১২	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৫
১৩।	ধারা - ১৩	সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা	৬
১৪।	ধারা - ১৪	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ	৬
১৫।	ধারা - ১৫	কার্য বৎসর	৬
১৬।	ধারা - ১৬	ফেডারেশনের তহবিল	৬-৭
১৭।	ধারা - ১৭	অর্থ বৎসর	৭
১৮।	ধারা - ১৮	কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব	৭
১৯।	ধারা - ১৯	উপ-কমিটি	৭
২০।	ধারা - ২০	সভার বিজ্ঞপ্তি	৮
২১।	ধারা - ২১	সভার কোরাম	৮
২২।	ধারা - ২২	কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা	৮-৯
২৩।	ধারা - ২৩	বিশেষ সভা ও তলবী সভা	১০
২৪।	ধারা - ২৪	প্রতিযোগীতা	১০
২৫।	ধারা - ২৫	বিদেশী প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ।	১০
২৬।	ধারা - ২৬	প্রতিযোগীতার বিধি ও উপ-বিধি	১০
২৭।	ধারা - ২৭	খেলোয়াড়দের নিবন্ধিকরন	১০-১১
২৮।	ধারা - ২৮	গঠনতন্ত্রের বিধি উপ-বিধির ব্যাখ্যা	১১

08.2015
Ahmed (Lcion)
Secretary

বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

ধারা - ১

নামকরণ : এই সংস্থার নাম হইবে "বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন"।

সংক্ষেপে "বিসিএফ" ব্যবহার হইবে।

ধারা - ২

প্রধান কার্যালয় : এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত থাকিবে।

ধারা - ৩

পতাকা ও প্রতিক: এই সংস্থার নিজস্ব পতাকা ও প্রতীক থাকবে যা সাধারণ পরিষদ কর্তক অনুমোদিত থাকিবে।

ধারা - ৪

কার্য্যক্রম এলাকা : বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী হইবে।

ধারা - ৫

উদ্দেশ্য :

৫.১ বাংলাদেশে ক্যারম খেলার প্রসার, মান উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের আলোকে সংগঠিতকরন এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা।

৫.২ সারাদেশে ক্যারম সংস্থা এবং ক্যারম ক্লাব সমূহ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান, এ্যাফিলিয়েশন প্রদান ও এতদুদ্দেশ্যে আইন কানুন, ধারা, উপ-ধারার প্রবর্তন ও চালুকরন।

৫.৩ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্যারম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৫.৪ ক্যারম খেলায় উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশে আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনের পূর্বে জাতীয় দলের মান যাচাই, দল গঠন, কৌশল নির্ধারণ ও দলীয় খেলোয়াড়দেরকে আস্থাশীল করার লক্ষ্যে দেশে বা বিদেশে প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা

৫.৫ জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের জন্য দেশী বা বিদেশী বা উভয়ের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার ব্যবস্থা।

৫.৬ প্রশিক্ষণের বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্যারম প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণের সংশ্লিষ্ট সেমিনারে বাংলাদেশের কোচদের অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো।

৫.৭ দেশে ক্যারম প্রতিযোগিতা উন্নতমানের পরিচালনার জন্য আম্পায়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স, আম্পায়ারিং ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা এবং আন্তর্জাতিক আম্পায়ার তৈরীর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.৮ নতুন ও উন্নত ক্যারম প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে কলেজ ক্যারম এবং স্কুল ক্যারম প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

৫.৯ আঞ্চলিক, মহাদেশীয় এবং বিশ্ব ক্যারম সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ রক্ষা।

৫.১০ ক্যারম খেলাকে আরো জনপ্রিয় এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন মাত্রা ও অধিক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার প্রচেষ্টা গ্রহণ। উল্লেখ্য, ক্যারমকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির নামে প্রতিবছর একটি করে জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে স্পন্সর-এর নামেও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৫.১১ যে কোন আন্তর্জাতিক ক্যারম সংস্থার শর্তাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও যথাযথভাবে অনুসরণ এবং যথাসময়ে নিবন্ধিকরণ চাঁদা প্রদান।

৫.১২ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন (বি ও এ) এর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের সাহায্য সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

ধারা - ৬

এফিলিয়েশন

৬.১ জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের সহিত এফিলিয়েটেড থাকিবে ঃ

(ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(খ) বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(গ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(ঘ) বাংলাদেশ রাইফেলস্ ক্রীড়া বোর্ড

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া পরিষদ

(চ) বাংলাদেশ আনসার ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(ছ) প্রতিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(জ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক)

(ঝ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা

(ঞ) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

(ট) বিকেএসপি (বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

24.08.2015
Ashraf Ahmed (Lit
General Secretary
Bangladesh Carrom Federation
Vice-President, Asian Carrom Confederation
Treasurer, International Carrom Fede...

(ঠ) অনুমোদিত ক্লাব সমূহ

(ড) বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ক্রীড়া বোর্ড

(ঢ) স্ব-শাসিত সংস্থা সমূহ

৬.২ শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/বোর্ড কর্তৃপক্ষ/যাহারা সরাসরি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করিয়াছে অথবা জাতীয় পর্যায়ের কোন প্রতিযোগিতা/টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করিয়াছে এবং ক্যারম খেলার বিস্তারে মূল্যবান অবদান রাখিয়াছে তাহাদেরকে ও ফেডারেশনে অন্তর্ভূক্তি করা যাইতে পারে।

৬.৩ এই সংস্থা সমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করিবে। নির্ধারিত সময়ে চাঁদা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে এফিলিয়েশন বাতিল হইবে এবং সেক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত পন্থায় এফিলিয়েটেড নবায়ন করিতে পারিবে।

ধারা- ৭ এফিলিয়েশন নীতিমালা

৭.১(ক) বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের এফিলিয়েটেড সকল সদস্য সংস্থা গণতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচিত হইবে এবং নিজস্ব এলাকার সকল ক্যারম কর্মকান্ড পরিচালনা, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(খ) এফিলিয়েটেড সংস্থার বিধি, উপ-বিধি কোন ধারা বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের বিধিমালা বা নীতির পরিপন্থী হইবে না।

৭.২ প্রতিটি এফিলিয়েটেড সংস্থা তাহাদের গঠনতন্ত্রের একটি করিয়া কপি বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনে প্রেরণ করিবে।

৭.৩ এফিলিয়েটেড সংস্থা/ক্লাব বৎসরান্তে স্বীয় এলাকার ক্যারম কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনে প্রেরণ করিবে।

৭.৪ স্থানীয়ভাবে ক্যারম কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করিলে অথবা জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অর্থাৎ জাতীয় যুব, আন্ত:জেলা প্রতিযোগিতার যে কোন একটির একাধারে দুই বৎসর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করিলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না পর্যন্ত এফিলিয়েশন বাতিলযোগ্য হইবে।

৭.৫ বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন ও এফিলিয়েটেড সংস্থার মধ্যে বিধিগত বা নীতিগত কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরুত্ব সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭.৬ সকল এফিলিয়েটেড সংস্থা ফেডারেশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া নিজস্ব ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন করিবে এবং যথাসময়ে ফেডারেশনকে অবহিত করিবে।

24.08.2015
Ashraf Ahmed (Leion)
General Secretary
Bangladesh Carrom Federation
Vice-President, Asian Carrom Confederation
Treasurer, International Carrom Federation

ধারা- ৮ বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের সংগঠন ঃ

বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিতভাবে গঠিত হইবে ঃ

৮.১ প্রতি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি ঃ

৮.২ প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিম্নলিখিত শর্তপুরণ সাপেক্ষে ঃ

(ক) নির্বাচনের পূর্ববর্তী ৪ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ১টি জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ; অথবা

৮.৩ ধারা- ৬-এর 'ঠ' ব্যাতিত 'ক' হতে 'ঢ' পর্যন্ত বর্ণিত সংস্থা সমূহ হতে ১ জন করে প্রতিনিধি এবং 'ঠ'-এ বর্ণিত অণুমোদিত ক্লাব সমূহের পারফরমেন্স রেকর্ডের ভিত্তিতে অনধিক ২৫ জন প্রতিনিধি।

৮.৪ সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক, বিশ্ব এবং এশিয়ান ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে কর্মরত বাংলাদেশের প্রতিনিধি তার কার্যকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণ কাউন্সিলের সদস্য থাকিবে।

৮.৫ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার একজন প্রতিনিধি।

৮.৬ আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া বোর্ডের একজন প্রতিনিধি।

৮.৭ ক্যারম খেলার জাজেস/রেফারী এসোসিয়েশন-এর ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

৮.৮ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনিত ৫ জন (বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠন) প্রতিনিধি।

৮.৯ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একজন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে অন্তর্ভূক্ত হবেন (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

৮.১০ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ / সংগঠক সরাসরি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

ধারা - ৯

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ সুস্পষ্ট এজেন্ডা নির্ধারণ করিয়া শুধুমাত্র উপদেশমূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যাইবে। কার্যকরী পরিষদ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ঠিক করিবে।

ধারা- ১০ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন ঃ

১০.১ বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের নির্বাহী দায়িত্ব পালনের জন্য নিম্নোক্ত কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবেঃ

সভাপতি	ঃ	০১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ-সভাপতি	ঃ	০৩ জন (নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত)
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	০২ জন (নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	০১ জন (নির্বাচিত)
সদস্য	ঃ	১৫ জন (নির্বাচিত)
সদস্য	ঃ	০২ জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
মোট	ঃ	২৫ জন।

১০.২ সাধারণ পরিষদ কিংবা নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্য ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র বিরোধী বা নীতিবর্হিভূত কাজ করিলে নির্বাহী পরিষদের সুপারিশক্রমে সভাপতি উক্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে পরবর্তী সাধারণ সভায় উহা উপস্থাপন করিতে হইবে।

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন

24.08.2015

১০.৩ নির্বাচনের পনের দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। অন্যথায় ১৬তম দিন হইতে নব নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

১০.৪ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ, শাস্তিমূলক বহিষ্কার অন্যকোন কারণে কোন পদ শূণ্য হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি নিজ সদস্য অথবা সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করিতে পারিবে।

১০.৫ কোন কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ অর্থাৎ চার বৎসর পূর্তির পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে সেই ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে একটি এড্হক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। এই কমিটি সর্বোচ্চ তিনমাস সময়ের জন্য হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত সময়ের সার্বক্ষণিক কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

ধারা- ১১ নির্বাচন

১১.১ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

১১.২ নির্বাচন কমিশন বিধিমালা প্রণয়ন, সিডিউল প্রদান, কাউন্সিলার চূড়ান্তকরণসহ যাবতীয় কার্যাদি পালনপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

১১.৩ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র অনুচ্ছেদ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ণনা করা থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনবোধে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহবানপূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।

১১.৪ ১ (এক) জন প্রার্থী কেবলমাত্র একটি পদের জন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

১১.৫ নির্বাচনে প্যানেল ভিত্তিক অথবা স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হওয়া যাবে। প্যানেল ভিত্তিক নির্বাচনে এক ব্যক্তি দু'টি প্যানেলে প্রার্থিতা অর্জন করিতে পারিবেন না অথবা একটি পদের জন্য এক প্যানেলে এবং অন্য একটি পদের জন্য অন্য প্যানেল হইতে প্রার্থী হইতে পারিবেনা।

১১.৬ নির্বাচনের ফলাফল প্রার্থীর ভোট প্রাপ্তির সংখ্যা অনুসারে সহ-সভাপতি ১ ও ২ এবং যুগ্ম সম্পাদক ১ ও ২ এবং সদস্যদের ক্ষেত্রে ভোট প্রার্থীর সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ফলাফল ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারিত হইবে।

ধারা- ১২ সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।

১২.১ দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

সাধারণ পরিষদ ৩ (তিন) ভাগের ২ ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১২.২ সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করিবেন। বিগত বছরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বিবেচনা করতঃ ফেডারেশনের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দিবেন।

১২.৩ সাধারণ পরিষদ পরবর্তী বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ এবং বাৎসরিক ক্রীড়া পুঞ্জি অনুমোদন করিবেন।

ধারা- ১৩ (ক) সাধারণ পরিধদের বার্ষিক সভাঃ-

প্রতি বছরে সম্ভব হইলে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১৩.১ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হবে।

১৩.২ কার্য্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদে অংশগ্রহনকারীদের তালিকা গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রণয়ন (নাম ও পদবীসহ) কাজ বার্ষিক সাধারণ সভার একমাস পূর্বে সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৩.৩ সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক সভার আলোচ্যসূচীঃ-

ক) গঠনতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা।

খ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন (নির্বাচনী বছরে)।

গ) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন বিবেচনা।

ঘ) অডিটকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

ঙ) অডিটর নিয়োগ।

চ) বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জী অনুমোদন।

ছ) প্রয়োজনীয় কোন বিষয় আলোচনা ও অনুমোদন (সভাপতির অনুমোদন সাপেক্ষে)

১৩.৪ গঠনতন্ত্র সংশোধন ব্যতীত আলোচ্যসূচীর অন্য যে কোন সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হইবে।

ধারা- ১৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদঃ

ফেডারেশনের কার্য্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হইবে ৪ (চার) বৎসর।

(কার্যভর গ্রহণের দিন হইতে মেয়াদ কার্যকর হইবে।)

ধারা- ১৫ কার্য বৎসরঃ

বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনে কার্যকাল ধরা হইবে ১ লা জুলাই হইতে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন।

ক) এই কার্যবৎসরের ভিত্তিতেই ক্রীড়া পঞ্জী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

ধারা- ১৬ ফেডারেশনের তহবিলঃ

ক) সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হইতে প্রাপ্ত অনুদান, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত চাঁদা /দান এবং টিকেট বা বিজ্ঞাপন হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক চাঁদা, লীগের এ্যাফিলিয়েশন/যে কোন প্রতিযোগীতা হইতে প্রাপ্ত অর্থই হইবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস।

24.08.2015
Ashraf Ahmed (Leion)
General Secretary
...m Federation

খ) ফেডারেশন তহবিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন সরকারী / বেসরকারী বানিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত থাকিবে।

গ) সভাপতি, সাধারাণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুইজনের যুগ্ম-স্বাক্ষরে ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

ঘ) ফেডারেশনের কার্য্যনির্বাহী পরিষদ নিজস্ব হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি অনুমোদন করিতে পারিবে।

ধারা- ১৭ অর্থ বৎসর

ক) অর্থ বৎসর ধরা হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী ৩০শে জুন, পর্যন্ত।

ধারা- ১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ঃ-

ক) ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা;

খ) ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা;

গ) ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঘ) অধিভূক্ত সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলা ভংগের কারনে শাস্তির বিধান করা এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরষ্কার প্রদান করা;

ঙ) ফেডারেশনের কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি ও উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্যবলী সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করিবে।

চ) কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও বেতন ভাতা নির্ধারণ করিবে।

ছ) সর্বক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে কোন অধিভূক্ত সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করিলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপনে জন্য সেই প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিবেন।

জ) প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা যাইবে।

ঝ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদের (সভাপতি ছাড়া) যে কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণ, অপ্রকৃতস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে পদ শূন্য হইলে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সংখ্যগরিষ্ঠ ভোটে কো-অপসনের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণ করিতে পারিবেন।

ধারা- ১৯ উপ-কমিটি ঃ

১৯.১ কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি এবং কমিশন গঠন এবং তাহাদের কার্যপরিধি নির্ধারন করিয়া দিবে।

১৯.২ উপ-কমিটির কর্মদক্ষতায় ফেডারেশনে অসন্তষ্টি, অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে প্রয়োজনবোধে সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করিয়া কমিটির যে কোন সদস্য বা কমিটি বাতিল করিয়া নতুন কমিটি গঠন করা যাইবে।

Ashraf Ahmed
General Secretary
Federation

খ) ফেডারেশন তহবিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন সরকারী / বেসরকারী বানিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত থাকিবে।

গ) সভাপতি, সাধারাণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুইজনের যুগ্ম-স্বাক্ষরে ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

ঘ) ফেডারেশনের কার্য্যনির্বাহী পরিষদ নিজস্ব হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি অনুমোদন করিতে পারিবে।

ধারা- ১৭ অর্থ বৎসর

ক) অর্থ বৎসর ধরা হইবে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী ৩০শে জুন, পর্যন্ত।

ধারা- ১৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ঃ-

ক) ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করা;

খ) ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা;

গ) ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

ঘ) অধিভূক্ত সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলা ভংগের কারনে শাস্তির বিধান করা এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা;

ঙ) ফেডারেশনের কার্য্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি ও উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্যবলী সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করিবে।

চ) কর্মচারী নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ ও বেতন ভাতা নির্ধারণ করিবে।

ছ) সর্বক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তবে কোন অধিভূক্ত সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করিলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপনে জন্য সেই প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিবেন।

জ) প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা যাইবে।

ঝ) কার্য্যনির্বাহী পরিষদের (সভাপতি ছাড়া) যে কোন সদস্যের পদত্যাগ, মৃত্যু, অপসারণ, অপ্রকৃতস্থ বা আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে পদ শূন্য হইলে সভাপতি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় সংখ্যগরিষ্ঠ ভোটে কো-অপসনের মাধ্যমে উক্ত পদ পূরণ করিতে পারিবেন।

ধারা- ১৯ উপ-কমিটি ঃ

১৯.১ কার্যনির্বাহী কমিটি ফেডারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি এবং কমিশন গঠন এবং তাহাদের কার্যপরিধি নির্ধারন করিয়া দিবে।

ধারা- ২০ সভার বিজ্ঞপ্তি

ক) সুনির্দিষ্ট আলোচ্যসূচী উল্লেখ করত: অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

খ) কমপক্ষে ৭(সাত) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

গ) কমপক্ষে ৫(পাঁচ) দিন পূর্বে কমিটি ও উপ-কমিটির সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে হইবে।

ঘ) সকল কমিটি ও উপ-কমিটির জরুরী সভার ক্ষেত্রে ১(এক) দিন বা ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া জরুরী সভা আহবান করা যাইবে।

ধারা- ২১ সভার কোরম

ক) সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ কমিটি ও উপ-কমিটি সমূহের সভার ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার "কোরম" হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

খ) বর্ধিত সভা এবং মুলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

গ) তবে এই ধরনের জরুরী সভার একটির অধিক আলোচ্যসূচী থাকিবে না।

ধারা- ২২ নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ঃ

২২.১ সভাপতি ঃ

ক) তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়িলে তিনি নিজের অধিকার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

গ) ফেডারেশনের সার্বিক পরিচালনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

ঘ) তিনি সাধারণ সম্পাদক/ কোষাধ্যক্ষের সাথে যুগ্ম স্বাক্ষরে ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবেন।

২২.২ সহ-সভাপতি ঃ

ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত যেকোন সহ-সভাপতি সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

খ) সভাপতি ও সহ-সভাপতি গনের অনুপস্থিতে সাধারণ পরিষদ বা কার্য্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করিয়া সভা পবিচালনা করা যাইবে।

(মোঃ মাকসুদুর রহমান)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন

24.08.2015
Asraf Ahmed (Leion)
General Secretary
Federation

সভাপতি
বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন

২২.৩ সাধারণ সম্পাদক ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। তিনি ফেডারেশন এর কল্যাণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকিবেন এবং সভাপতির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

খ) তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবান করিবেন। তিনি সভার আলাচিত বিষয় নথিভুক্ত করিবেন এবং পরবর্তী সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

গ) তিনি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে ফেডারেশন পরিচালনা করিবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশনে কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

ঙ) তিনি সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ এর সংগে যুগ্ম দস্তখতে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবেন।

চ) জরুরী খরচ মিটানোর জন্য তিনি ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা মাত্র অগ্রদত্ত অর্থ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে হাতে রাখিতে পারিবেন এবং খরচ শেষে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহন পূর্বক সমন্বয় করিবেন।

ছ) তিনি বিভিন্ন উপ-কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করিবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ জারী করিবেন এবং পদাধিকার বলে উপ-কমিটি সমূহের সদস্য থাকিবেন।

জ) তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও প্রতিযোগিতা ভালভাবে আয়োজন করিবার জন্য পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকিবেন।

২২.৪ যুগ্ম-সম্পাদক ঃ

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক-১, তাহার অনুমোদিত কার্যবলী ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। যুগ্ম-সম্পাদক-২, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২.৫ কোষাধ্যক্ষ ঃ

ক) তিনি ফেডারেশনের পক্ষে সব অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহণ করিবেন। সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

খ) ফেডারেশন কর্তৃক নিয়োগকৃত অডিটর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের তালিকা তিনি সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

গ) তিনি ফেডারেশনের তহবিলের দায় দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঘ) তিনি ফেডারেশনের ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম যুগ্ম-স্বাক্ষরকারীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

ঙ) উপ-কমিটিগুলোর কার্য্য সম্পাদনের অর্থের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির সদস্য থাকিবেন।

২২.৬ সদস্য

সদস্যগণ কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব এবং অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

24.08.2015

(মোঃ মাকসুদুর রহমান)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন

Asraf Ahmed (Lcion)
General Secretary
Bangladesh Carrom Federation
Carrom Confederation

ধারা- ২৩ বিশেষ সভা ও তলবী সভা

ক) সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেশনের সভাপতি যে কোন সময় ন্যূনপক্ষে ৭(সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

খ) সাধারণ পরিষদ বা কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে তবে মূল তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কোরাম প্রয়োজন হইবে না।

ধারা- ২৪ প্রতিযোগিতা

ক) বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন প্রতি বৎসর মৌসুম শুরুতে তাহার কর্মকান্ড এবং অন্য কোন অধিভুক্ত সংস্থার সংযুক্তি প্রাপ্ত প্রতিযোগিতার একটি তালিকা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে।

খ) কোন অধিভুক্ত সংস্থা ফেডারেশনের এ্যাফিলিয়েটেড কোন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠানের জন্য ফেডারেশনের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

ধারা- ২৫ বিদেশী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ

ক) ফেডারেশনের অধিভুক্ত কোন সদস্য সংস্থা নিজস্ব প্রচেষ্টায় বিদেশে ক্যারম দল প্রেরণ করিবার পূর্বে ফেডারেশনের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

খ) বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের অধিভুক্ত কোন সংস্থা, নিজ প্রচেষ্টায় কোন বিদেশী দলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাইতে আগ্রহী হইলে পূর্বেই ফেডারেশন এর অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

ধারা- ২৬ প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ-বিধি

ক) ফেডারেশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইবে।

খ) ফেডারেশন অধিভুক্ত কোন সংস্থা কোন উন্মুক্ত বা আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্ণাংগ বিধি ও উপ-বিধি প্রণয়ন এবং তাহা ফেডারশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

ধারা- ২৭ খেলোয়াড়রের নিবন্ধিকরণ

ক) বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের সহিত অধিভুক্ত সংস্থার সকল খেলোয়াড় ফেডারেশনের সাথে নিবন্ধিকৃত হইবে। উপযুক্ত নিবন্ধিকরণ ছাড়া কোন খেলোয়াড় কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

খ) নিবন্ধিকৃত যে কোন খেলোয়াড় জাতীয় স্বার্থে অথবা ফেডারেশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ফেডারেশন

24.08.2015
Ashraf Ahmed (Leion)
General Secretary
Federation

উপস্থিত ঘোষণা করিতে বাধ্য থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় এবং নিয়ন্ত্রক সংগঠন তাৎক্ষনিকভাবে সে খেলোয়াড়কে ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

ধারা- ২৮ গঠনতন্ত্রের বিধি উপ-বিধির ব্যাখ্যা

(ক) বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধি বা উপ-বিধির ব্যাখ্যা দান বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী থাকিবে। ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উহা মানিয়া চলা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

(খ) গঠনতন্ত্রের কোন বিধি, উপ-বিধি ও তৎসংক্রান্ত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যাইবেনা। অবশ্য, গঠনতন্ত্রের বিধি, উপ-বিধির অথবা তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোন আইনানুগ জটিলতা দেখা দিলে মধ্যস্থকারী হিসাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে জটিলতার সমাধান করা যাইতে পারে।

ধারা- ২৯

(ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

(খ) অকার্যকর ও বাতিল গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদি, ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারণে অবৈধ বলে গণ্য হবেনা।